আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: খুলনা

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ **বুলেটিন নং ৭২**	**০১ সেপ্টেম্বর হতে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (২৮ আগষ্ট হতে ৩১ আগষ্ট, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৮ আগষ্ট	২৯ আগষ্ট	৩০ আগষ্ট	৩১ আগষ্ট	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	২৫.০	০.০	২.০	০.০-২৫.০ (২৭.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৪.৫	৩২.৫	৩৫.২	৩৩.৮	৩২.৫-৩৫.২
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৮	২৭.১	২৬.৭	২৭.৫	২৬.৭-২৭.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৪.০-৮০.০	৭০.০-৯৮.০	৬১.০-৯৭.০	৭৪.০-৯৫.০	৬১.০-৯৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	১.৯	০.০	০.০	০.০-১.৯
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৫	৪	৪	৭	৪-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
০১ সেপ্টেম্বর হতে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-২৮.৯ (৬০.৩)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩১.৬-৩৪.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৪-২৬.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৭.০-৯১.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৯-৫.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	বীজতলা/চারারোপন
আউশ ধান	ফুল/কর্তন পর্যায়
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফলধরা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
আউশ ধান:
কর্তন পর্যায়:

- ফসল কর্তনের ১৫দিন আগে জমি থেকে সর্ম্পূণ পানি নিষ্কাশন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর ফসল কর্তন করুন।

ফুল থেকে পরিপক্ক পর্যায়:

- জমির চারদিকের আইল লক্ষ্য রাখুন এবং আগামী কয়েকদিনের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ধানের দানা শক্ত হওয়া পযর্ন্ত জমিতে পানির স্তর ২-৫ সে.মি. বজায় রাখুন।
- উচ্চ আর্দ্রতার কারণে (গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়া) ফসলে রোগবাল্াইয়ের আক্রমণ বেড়ে যায় । তাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিষেধক মূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ধানের মাজরা পোকা, গল মাছি, সাদা এবং বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিলে কার্বফুরান ৩ জি@ ৩৩ কেজি প্রতি হেক্টরে এবং কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস অথবা ডাইক্লোরোভেক্স প্রয়োগ করতে হবে।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে ধানের পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, ট্রাইকোগামা বোলতার সাহায্যে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ধানের খোলপোড়া রোগ প্রতিরোধে জমি আগাছা মুক্ত রাখুন।
- আউশে পাতায় ব্লাষ্ট ও পাতায় দাগ রোগ দেখা দিলে কার্বান্ডাজিম @২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ধানের জমিতে চুঙ্গিপোকার আক্রমন দেখা দিলে, পানি থেকে হাতজাল দিয়ে চুঙ্গি সহ কীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে দিন এবং জমি শুকিয়ে নিন।
- বৃষ্টিপাতের পর উদ্ভিদ সংরক্ষণের উপরের কাজগুলি করুন।

আমন ধান:

- ধানের কুশি পর্যায় পযর্ন্ত জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- আন্ত:পরির্চযা অব্যাহত রাখুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত বিরতিতে জমির আগাছা পরিস্কার করুন। চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর প্রথমবার এবং ৩০-৩৫দিন পর দ্বিতীয়বার হাত অথবা আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা নিধন করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর ১/৩ নাইট্রোজেন সার বৃষ্টিপাতের পর উপরি প্রয়োগ করুন। নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের পূর্বে আগাছা দমন করতে হবে।

- অপকারী পোকা যেমন: মাজরা পোকা ,পামরি পোকা, চুঙ্গি পোকা, গলমাছি সনাক্ত করতে নিয়মিত মাঠ পরিদশর্ণ করুন। পোকা সনাক্ত করতে আলোক-ফাদঁ ব্যবহার করতে হবে।
- পামরি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সারের প্রথম উপরি প্রয়োগ দেরীতে করুন। হাতজাল অথবা মশারির কাপড় দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন, আকান্ত অংশ কেটে কুইনালফস @ ০.৫মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।
- খোলপোড়া এবং খোলপচা জাতীয় রোগ সনাক্ত করতে মাঠ পরিদশর্ণ করুন। রোগ নিয়ন্ত্রণে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- নিচু জমি থেকে পানি নেমে গেলে এসব জমিতে এখনও আমন ধান রোপন করা যাবে। দেরিতে রোপনের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রিধান ৩৮, ব্রিধান ৪৬,বিনাশাইল, নাইজারশাইল বা স্থানীয় উন্নত জাত বেশ উপযোগী।

সব্জি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- লাউ এবং সীমের বীজ বপন করুন।
- এখন শীতকালীন সব্জি চারা উৎপাদনের উপযুক্ত সময়। উচুঁ এবং পর্যাপ্ত সূর্যের আলো ও বাতাস পাওয়া যায় এমন স্থানে চারা উৎপাদন করুন।
- যে সমস্ত এলাকায় জো অবস্থা আসতে দেরী হবে সেক্ষেত্রে বস্তা পদ্ধতিতে লতা জাতীয় সব্জি চাষ করা যায়।
- দমকা বাতাস থেকে ফসলকে রক্ষা করুন (বিশেষ করে লতা জাতীয় সব্জি)।
- সব্জির চারা রোপন করুন।
- অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন।
- বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়স এবং অন্যান্য সব্জিতে প্রয়োজনে আ:ন্তপরিচর্যা করুন।
- সব্জিতে পাতার দাগ রোগ দেখা দিলে কপার ছত্রাকনাশক @ ৩গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে অথবা ক্লোরোথিলনিল @ ২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুনের ডগা ছিদ্রকারী পোকা দমনে আলোক-ফাদঁ ব্যবহার করুন এবং ৪গ্রাম সেভিন ডব্লিউপি অথবা ২গ্রাম মেলাথিয়ন/ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করুন।
- চিচিঙ্গাতে শিকড় পচা রোগ দমনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে মরিচ, পেঁপে এবং বেগুন গাছে পাতা কোকড়ানো রোগ দেখাদিতে পারে । রোগ দমনে রগর অথবা ডাইমেথয়েট @ ১.৫ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে বৃষ্টি না থাকলে স্প্রে করতে পরামর্শ দেয়া হলো।
- ঢলে পড়া রোগ থেকে রক্ষা পেতে চারাগাছের মাটির চারদিকে ডাইথিন-এম-৪৫ @ ২.৫গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জল দিনে প্রয়োগ করুন।
- কুমড়া, ধুন্দল,চিচিঙ্গা এবং শশাতে রেড পামকিন বিটলের আক্রমন দেখা দিলে ডাইমেক্রন অথবা রগর ১মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- সব্জিতে পাতা শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ডাইমিথেয়টে@ ২মিলি অথবা এসিফেট @ ১.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- আর্দ্র এবং মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়াতে বেগুনে পাতা কোকড়ানো রোগ দেখা দিতে পারে , রোগ নিয়ন্ত্রণে ইমিডোক্লোরোপিড @ ২মিলি/ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর উদ্ভিদ সংরক্ষণের উপরের কাজগুলি করুন।

উদ্যান ফসল:

- এ মাসে ফলদ বৃক্ষ এবং ঔষধী গাছের চারা রোপন করা যায়। বন্যায় অথবা বৃষ্টিপাত এর কারনে মৌসুমে রোপিত চারা নষ্ট হলে শূন্যস্থান পূরণ করতে পুনরায় চারা রোপন করুন। এবছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেয়া, বেড়া ও খুটি দেয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপনসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্চিত ডাল ছেটে দিতে হবে। নারকেল গাছের পুরাতন/মরা ডাল পরিষ্কার করতে হবে।
- ডালিমের ব্লাইট এবং ফল পচাঁ রোগ দমনে বৃষ্টিপাতের পর ম্যনকোজেব ৬০০ গ্রাম এবং কার্বন্ডাজিম ১০০গ্রাম @ ২০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- আম বাগানের পরিচর্যা করতে হবে।
- উদ্যান ফসল বিশেষ করে ডালিমের ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া ও লেবুর লিফ মাইনর রোগ দমনে সর্তকতার সাথে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানে গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর সার এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি এবং কুল বাগানে গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- আম,লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা,জাম, আতা,লেবুর চারা রোপন করুন।

নারকেল:

- বর্ষা মৌসুমে নারকেলে বাড রট রোগ দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য ম্যানকোজেব স্যাশে (৫গ্রাম) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে নারকেলের গ্যানোর্ডামা রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- রাইনোসেরস বিটল এর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গাছের উপরের অংশ পরিষ্কার রাখুন। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে গাছের নিচে গর্তে থাকা বিভিন্ন পর্যায়ের পোকা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- উচ্চ আর্দ্রতা এবং পানি জমে থাকলে সাদা মাছি পোকার আক্রমণ হয়। প্রতি লিটার পানিতে ২মিলি নিমবিসিডিন মিশিয়ে স্প্রে করুন। নারকেলের চারা রোপনের জন্য গর্ত তৈরী করুন।
- চারা রোপনের জন্য গর্ত তৈরী করুন।

কলা:

- কলা গাছ রোপন সর্ম্পূণ করুন।
- আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ঝড়ো হাওয়া থেকে ফসল রক্ষার জন্য খুটির ব্যবস্থা করুন।
- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে কলায় সিগাটোকা রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলুন।
- ৩মাস বয়সী কলাগাছে ১২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম এসএসপি এবং ২৭৫ গ্রাম পটাশ সার প্রতি গাছে প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে কলার কান্ডের উইভিল পোকা দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফক্স অথবা কুইনালফক্স অনুমোদিত মাত্রায় বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।

গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী:

- এ সময় ছাগলের ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। ডায়রিয়া দেখা দিলে নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বাইরে পশুচারণ করা যাবে না।
- গবাদী পশুর আবাসস্থল পরিষ্কার রাখুন। বর্ষা জনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগীকে টীকা দিন।
- গবাদীপশুকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন এবং বাছুরকে শুকনো স্থানে রাখুন। গোয়ালঘরে পানি জমতে দেয়া যাবে না।
- পরজীবির আক্রমণ থেকে গবাদীপশুকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।